COAST, CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ৪৩; ২০২২ ॥ বৈশাখ, ১৪২৯

জলবায়ু বার্তা

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে কোস্ট ফাউন্ডেশন উপকূলীয় ৭ টি জেলায় "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে'র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যা আগামী সেপ্টেম্বর ২২ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর), জলবায়ু পরিবর্তন, এবং জলবায়ু ঝুঁকিকে প্রভাবিত করার কারণসমূহ হ্রাস করতে তথ্য এবং শিক্ষা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি'র সক্ষমতা অর্জনের চর্চাগুলো শক্তিশালী করা, নেতৃত্বের সাথে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কিং এবং অধিপরামর্শে'র মাধ্যমে প্রত্যন্ত এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সরকারী অনুশীলন ব্যবস্থা'র শক্তিশালীকরণ এবং সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা, আয় হ্রাস কমাতে উপকূলীয় কমিউনিটিতে জলবায়ু অভিযোজিত আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশল এবং উপকরন সহায়তা প্রদান করা এবং প্রচারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ;

আত্মবিশ্বাষী কিশোরীরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে লড়াই করছে

ঝুমুর এখন অন্যান্য কিশোরীদের সাথে নিয়মিত কিশোরী কেন্দ্রে যায়, "আমি আরও পড়াশুনা করতে চাই, আমি স্বনির্ভর হতে চাই " বললেন আত্মবিশ্বাষী ঝুমুর [মাঝে],মানিকা কিশোরী কেন্দ্র, চরফ্যাশন, ভোলা। ছবি: আতিক, কোস্ট, সিজেআরএফ

কিশোরী কেন্দ্রর মেয়েদের প্রবল প্রতিরোধের কারণে শেষ পর্যন্ত ঝুমুরের বাবা-মা তার বিয়ে দিতে পারেননি। তারা তাদের মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করানোর সিদ্ধান্ত নেন। উচ্ছ্বসিত ঝুমুর বলেন, আমি আরো পড়াশুনা করতে চাই. আমার বাবা-মায়ের মতো অন্যদের বোঝা উচিত যে বাল্যবিবাহ না দিয়ে মেয়েদের শিক্ষিত করা জরুরি, মেয়েরা পরিবারের বোঝা নয়, সুযোগ পেলে তারাও সমাজ ও পরিবারের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। ঝুমুরের মতো উপকূলীয় এলাকার কিশোরীরা এখন মনে করে মেয়েরা পড়ালেখার সুযোগ পেলে বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে।

ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলা চর-মানিকা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের রহমান মিয়ার মেয়ে ঝুমুর। বাবা পেশায় জেলে, মা গৃহিণী, ৩ মেয়ে ও ২ ছেলে নিয়ে রহমান মিয়ার সংসার। দারিদ্র্যের কারণে নিজের সন্তানের লেখাপড়ায় তেমন গুরুত্ব দেননি রহমান মিয়া। তাই ক্লাস সেভেনে পড়ার পর আর স্কুলে যায়নি ঝুমুর। ১৩ বছর বয়সী ঝুমুর মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজ করত। অতি-দরিদ্র পরিবার তাই প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ের প্রস্তাব এলে তার বাবা-মা তার বিয়ের উদ্যোগ শুরু করেন এবং তারা সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে প্রস্তুত হন।

কিশোরী কেন্দ্রের মেয়েরা বিষয়টি জানতে পেরে শিক্ষিকা তাসলিমা বেগমকে খবর দিলে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝুমুরের বাড়িতে যায়। এক পর্যায়ে ঝুমুরের মা বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাবসহ সরকারি বিধি-বিধানের কথা জানতে পেরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেও ঝুমুরের বাবা রহমান মিয়া তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন এবং বিয়ের চুড়ান্ত আয়োজন করতে থাকেন। অবশেষে কিশোরী কেন্দ্রের মেয়েরা দ্রুত মানিকা ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি আব্দুল মান্নান মিয়াকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে এসে বিয়ের যাবতীয় আয়োজন বন্ধের নির্দেশ দেন। অন্যথায় সরকারি আইন অমান্য করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবশেষে বাল্যবিবাহের অভিশপ্ত জীবন থেকে রক্ষা পেল ঝুমুর। তার বাবা রহমান মিয়া জনপ্রতিনিধি ও কিশোরী কেন্দ্রের মেয়েদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার মেয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত আর বিয়ে দেবেন না এবং তাকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেবেন। অন্যান্য কিশোরীদের সাথে ঝুমুর এখন নিয়মিত কিশোরী কেন্দ্রে আসে।

মানিকা কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষিকা তাসলিমা বেগম বলেন, বাল্যবিবাহের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে আমাদের সমাজ তেমন সোচ্চার নয়, দায়ী ব্যক্তিরা নীরব, সমাজ এর প্রতিবাদ করে না। তিনি আরও বলেন, দারিদ্র্য ও নিরাপত্তার অজুহাতে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে মেয়েদের অনিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েরা স্বাবলম্বী হতে চাইলে তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। বাল্যবিবাহের কারণে নারীর অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কিশোরী কেন্দ্র বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অভিভাবক, কিশোর-কিশোরী ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখছেন। তাদের আত্মনির্ভরশীল করতে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং সামাজিক ভুলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, তারা এখন ঐক্যবদ্ধভাবে বাল্যবিবাহকে প্রতিরোধ করছে,ঝুমুরের ঘটনা একটি উদাহরণ মাত্র।

কমিউনিটিভিত্তিক প্রচারাভিযান

জলবায়ু সক্ষমতা অর্জনের জন্য অভিযোজন কৌশল সম্প্রসারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিধি ও মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুর্যোগের প্রভাবে স্থাণীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মাত্রা দিন দিন প্রকট আকার ধারন করছে। এখানকার মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ অর্থ্যাৎ প্রায় ৯০% মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যা এখানকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলের কমিউনিটি মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জলবায়ু অভিযোজিত কৌশসমূহ সম্প্রসারণে প্রাচারনা কার্যক্রম মুছাপুর ছবি : মো: জুয়েল, এসডিআই, সন্দিপ, চট্টগ্রাম।

সক্ষমতকে হ্রাস করছে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে আরো উন্নত করতে ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব মোকাবেলা করতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনাকে ও ক্রমান্বয়ে হ্রাস করছে।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। ঝুঁকিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রচারণায় অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে ছবিসহ ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি, বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবহার, জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহায়তায় ৫টি বেডে মৌসুমী সবজির চাষ করেছেন সালেহা বেগম পরিবারের প্রতিদিনের চাহিদা মিটিয়ে সাপ্তাহে ৬০০-৭০০ টাকার সবজি বিক্রি করছেন। বড়ঘোপ ইউনিয়ন, কুতুবদিয়া,কক্সবাজার। ছবি: পারভেজ,কোস্ট সিজেআরএফ,কুতুবদিয়া।

বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ

পারিবারিক পুষ্টি পূরনের পাশাপাশি মিলছে বাড়তি আয়েরও সুযোগ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে, উপকূলীয় নারীরা তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে জলবায়ু অভিযোজিত আয়-বর্ধনমূলক কৌশলসমূহ ব্যবহার করছে, তারমধ্যে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ এই নারীদের কাছে বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ ইতিমধ্যে ব্যপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জলাবদ্ধতার কারণে পতিত জমিতে এ পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে তারা এখন পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে উপকূলীয় এলাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, মাটি ও পানিতে চরম লবণাক্ততা চাষের-জমিগুলোকে অনুর্বর জমিতে পরিণত করছে,স্থানীয় লোকজন গতানুগতিক পদ্ধতিতে সবজি ও অন্যান্য ফসল চাষে ব্যর্থ হচ্ছেন। আশা হারানোর পরিবর্তে, উপকূলীয় এলাকার নারীরা এখন বেড পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহের বিকল্প উপায় খুঁজে পাচ্ছেন। তারা এখন বিভিন্ন মৌসুমে ঢেড়স,পালংশাক, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাল শাক, মরিচসহ সব ধরনের সবজি চাষ করছেন।

কোস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্পটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় অঞ্চল কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া এবং ভোলা জেলার বিভিন্ন জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলবায়ু-অভিযোজিত আয়-উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছে। প্রচারণামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি, উপকূলীয় জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে উপরোক্ত চাষের কৌশলগুলি বিতরণ করা হচ্ছে তারমধ্যে- বস্তা পদ্ধতি, বেড পদ্ধতি,সমন্বিত পদ্ধতি ইত্যাদি।

তারা এখন তাদের প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারছে এবং তাদের উৎপাদিত সবজি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে যা তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য খরচ যোগাতে সাহায্য করছে। তাদের আয় ও সাফল্য দেখে উপকূলীয় নারীরা ইতোমধ্যে এসব পদ্ধতিতে সবজ্বি চাষ শুরু করে মাসে তিন থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছে। তাদের আয় ও সাফল্য দেখে উপকূলীয় নারীরা ইতোমধ্যে এসব পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেছে এবং প্রতিমাসে ৩-৪ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে প্রচারাভিযান;

আমাদের সচেতনতাই রোধ করবে বাল্যবিয়ের ভয়াবহতা

কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে উপকূলীয় জেলা ভোলা ও কুতুবদিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিটি পর্যায়ে "আমাদের সচেতনতাই রোধ করবে বাল্যবিবাহের ভয়াবহতা" শীর্ষক প্রাচারাভিযান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা রোধে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই প্রাচারাভিযান । কিশোরী কেন্দ্রের এই ধরনের প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং তা নিরসনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাষনের কাছে সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে। কিশোরী কেন্দ্রের এমন ধারাবাহিক উদ্যোগ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ কমিয়ে আনছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশেখালী কিশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে উত্তর ধুরং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে প্রচারিাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, কিশোর-কিশোরী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উক্ত প্রচারাভিযানে অংশ নেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে, উত্তর ধুরাং ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব মনসুর রাব্বি বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি এবং এটি প্রতিরোধে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে। বাল্যবিবাহ রোধে শুধু আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিও জরুরী, কিশোরী কেন্দ্র সেটাই করছে। তিনি কিশোরী কেন্দ্রের এমন উদ্যোগের প্রশংষা করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রচারাভিযানে বক্তব্য রাখছেন উত্তর ধুরং ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব মনসুর রাব্বি,উত্তর ধুরং,কুতুবদিয়া,কক্সবাজার। ছবি: পারভেজ,কোস্ট সিজেআরএফ,কুতুবদিয়া।

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে "সিজেআরএফ" প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
এম. এ. হাসান, প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত www.coastbd.net